প্রথম আলো

তারিখ 03 APR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চাঁদা চেয়ে ১৪ শিক্ষককে প্রতারক চক্রের হুমকি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

লাল বাহিনী, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা চরমপন্থী গ্রুপ পরিচয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৪ জন শিক্ষককে মুঠোফোনে প্রাণনাশের এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এসব ঘটনায় শিক্ষকেরা উদ্বিগ্ন হলেও পুলিশ বলছে, ঢাকা ও মাদারীপুর থেকে পরিচালিত একটি প্রতারক চক্র এর সঙ্গে জড়িত। ওই চক্রের সদস্যরা শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে লোকজনের মুঠোফোনে হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করে।

গত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৪ জন শিক্ষককে মুঠোফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মু এন্তাজুল হক এবং পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক আজিজুল ইসলামকে মুঠোফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। এই দুজনকেই একই নম্বর থেকে ফোন করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি পরিচয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। ৫ মার্চ চরমপন্থী গ্রুপ পরিচয় দিয়ে চাঁদা দাবি করে হুমকি দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শরমীন হামিদ ও মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী মণ্ডলকে। এই দুজনকে যে নম্বর থেকে ফোন করে চাঁদা দাবি করা হয়, সেই একই নম্বর থেকে ৬ মার্চ ফোন করা হয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আখতার ফারুক ও একই বিভাগের অধ্যাপক আজাহার আলীকে। এভাবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ১৪ জন শিক্ষককে একে একে হুমকি দেওয়া হয়।

> ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৪ জন শিক্ষককে মুঠোফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তারিকুল হাসান বলেন, 'হুমকিদাতারা যেসব শিক্ষককে হুমকি দিচ্ছে, তাঁদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেই ফোন দিচ্ছে। পরিবারের সদস্যসহ শিক্ষকদের বিভিন্ন রকম তথ্য জানিয়েই তারা ফোনে চাঁদা না দিলে হত্যা বা ক্ষতি করার হুমকি দিচ্ছে।' প্রক্টর আরও বলেন, 'এসব ঘটনাকে আমরা ছোট করে দেখতে চাইছি না। তাই এদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে আহ্বান জানিয়েছি।'

হুমকি পাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লাল বাহিনী বা পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পরিচয় দিয়ে অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করা হয়। ফোনে বলা হয়, 'তাদের সংগঠনের সদস্যদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা কিংবা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা সদস্যদের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন।' এই অর্থ সংগ্রহ করতেই তারা শিক্ষকদের কাছে ৫ থেকে ২০ লাখ পর্যন্ত টাকা চাঁদা দাবি করছে। না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার ও নগর পুলিশের মুখপাত্র ইফতেখায়ের আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা মুঠোফোন নম্বরগুলো ট্র্যাক করে জানতে পেরেছি, ঢাকা এবং মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা থেকে একটি চক্র এই কাজটি করছে। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানেই তারা এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে।' হুমকিদাতাদের 'প্রতারক চক্র' হিসেবে উল্লেখ করে ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, এসব ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। পুলিশ চক্রটিকে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।